আল-ফিরদাউস সাপ্তাহিকী

সংখ্যা : ৫০ | ফেব্রুয়ারি ২য় সপ্তাহ, ২০২১ ঈসায়ী

সূচী

ফিলিস্তিনে কিশোরকে গুলি করে হত্যা করলো ইহুদি সন্ত্রাসীরা, ৫০ টি জলপাই গাছ কর্তন

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে আবারও এক নিরস্ত্র ফিলিস্তিনি কিশোরকে গুলি করে হত্যা করেছে ইহুদি সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েল। ৫ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ।

খালেদ নোফাল নামের ওই কিশোরকে শুক্রবার সকালে গুলি করে হত্যা করা হয়। নিহত ফিলিস্তিনির মরদেহ এখনো ইসরায়েলি বাহিনীর কাছে রয়েছে বলে জানা গেছে ।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে আনাদোলুর খবরে বলা হয়েছে, পশ্চিম তীরে অবৈধ ইহুদি বসতির কাছাকাছি কিশোরটির মৃতদেহ পড়ে ছিল। ইসরাইলি সেনাদের ওই জায়গায় অবস্থান নিতে দেখা গেছে।

পশ্চিম তীরে ৫ লাখ ইহুদি অবৈধভাবে বসবাস করে। দিনের পর দিন ফিলিস্তিনিদের ভুমিতে দখলদারিত্ব চালিয়ে আসছে ইহুদিবাদী ইসরায়েলি বাহিনী। এর প্রতিবাদ করতে গেলেই দমন-পীড়নের স্বীকার হতে হয় ফিলিস্তিনিদের। এমনকি তাদের ওপর গুলি চালাতেও দ্বিধা করে না ইহুদিবাদী সেনাবাহিনী।

অন্যদিকে পশ্চিম তীরের জেনিন শহরের একটি গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৫০টি জলপাই গাছ কেটে দিয়েছে দখলদার ইসরায়েল।

এ সময় ফিলিস্তিনিদের উপর গুলি-ও নিক্ষেপ করেছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল সেনাবাহিনী। গুলিতে ৫০ ঊর্ধ্ব একজন শ্রমিক আহত হয়েছেন।
ওয়াফা নিউজ জানিয়েছে, গাছগুলোর নিরাপত্তার জন্য কাঁটাতারের বেড়া দেয়া ছিল। রাতের অন্ধকারে বেড়া গুড়িয়ে দিয়ে গাছগুলো কেটে দিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরায়েল।

ইসরায়েল নিয়মিতই ফিলিস্তিনের অসংখ্য গাছ কেটে দিচ্ছে, দখল করে নিচ্ছে ফিলিস্তিনের ভুমি। অথচ এ ব্যাপারে পরিবেশ সংরক্ষণকারী কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা এখনও মুখ খুলছে না।

বাংলাদেশ

ফাঁদ তৈরি করে ইলিশ নিচ্ছে ভারত, বাড়ছে সীমান্ত হত্যা

ভারত ফারাক্কার বাঁধে তৈরি করছে নতুন এক নেভিগেশনাল লক। এ কাজ শেষ হলে গঙ্গা নদীতে প্রচুর ইলিশ পাওয়া যাবে বলে দাবি করেছে লক তৈরিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান।

কলকাতার সংবাদমাধ্যম বলছে, জাহাজের মসৃণ যাতায়াতের জন্যই মূলত নতুন উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে।

এর সঙ্গে সংস্থার কর্মকর্তারা জানান, এই নেভিগেশনাল লক তৈরি হয়ে গেলে ফারাক্কা থেকে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ অবধি ইলিশের জোগান বাড়বে। বাংলাদেশ থেকে ইলিশ মাছ গঙ্গার উজান বেয়ে চলে যাবে ভারতের দিকে।

বর্তমানে ফারাক্কা বাঁধের স্লুইসগেটটির পানিস্তর যেখানে

রয়েছে, এবার তার চেয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, স্লুইসগেটইস এত দিন যতটা খোলা থাকত, তার চেয়ে অনেকটা বেশি খোলা হবে। প্রতিদিন চার ঘণ্টার জন্য খোলা থাকবে বাঁধটি। এর ফলে পদ্মা নদীর নোনা পানি থেকে গঙ্গার মিষ্টি পানিতে সাঁতার কেটে আরও বেশি ইলিশের চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। এই পরিস্থিতিতে গঙ্গায় ইলিশ মাছের ডিম পাড়ার সম্ভাবনাও বাড়বে।

সূত্রের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৯৭৬ সালে ফারাক্কা বাঁধের প্রথম নেভিগেশনাল লক তৈরির পরে প্রয়াগরাজ পর্যন্ত ইলিশ মাছের যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। ফারাক্কায় নতুন লকটি চলতি বছর জুন থেকে খুলে দেওয়ার কথা।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) বিরুদ্ধে আইন লঙ্ঘনের নতুন অভিযোগগুলোর তদন্ত ও বিচারের আহ্বান জানিয়েছে।

মঙ্গলবার সংস্থাটি জানায়, দশ বছর আগে ভারত সরকার 'ট্রিগার হ্যাপি'র ঘোষণা দেয়। সেখানে বলা হয়েছিল, বিএসএফ সীমান্তে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণনাশী গুলির পরিবর্তে রাবার বুলেট ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হবে।

কিন্তু, বিএসএফ সীমান্তে বাসিন্দার ওপর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন, দুর্ব্যবহার ও অসদাচরণ করেই যাচ্ছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের দক্ষিণ এশিয়ার পরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলি বলেন, 'সীমান্ত বাহিনীর সংযত আচরণ ও মারণাস্ত্র ব্যবহার সীমিত রাখার ভারত সরকারের আদেশের পরেও হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও অন্যান্য গুরুতর অপরাধ কমেনি।'

তিনি আরও বলেন, 'সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের জবাবদিহি করতে সরকারের ব্যর্থতা একে আরও খারাপ পর্যায়ে নিয়ে গেছে এবং এতে দরিদ্র ও দুর্বল জনগোষ্ঠী নিপীড়নের শিকার হচ্ছে।'

প্রতিবেদনে বলা হয়, সীমান্তে সংযত থাকা ও হত্যাকাণ্ডের অবসান ঘটাতে ভারত সরকার আদেশ জারির পর, ২০২০ সালের ডিসেম্বরে আলোচনার সময়ও এ বিষয়ে বাংলাদেশকে আশ্বাস দিয়েছে। তবে, বাংলাদেশি মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার' অভিযোগ করেছে ২০১১ সাল থেকে সীমান্তরক্ষী বাহিনী অন্তত ৩৩৪ জন বাংলাদেশিকে হত্যা করেছে এবং ২০২০ সালে ৫১টি হত্যাসহ গুরুতর নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়েছে।

জার্মানি

জার্মানিতে ১ বছরেই ৯০১ টি ইসলামফোবিক আক্রমণ

ইউরোপের দেশ জার্মানিতে ইসলাম ফোবিয়া ও মুসলিম বিদ্বেষী হামলা দিন দিন বাড়ছে। ২০২০ সালে দেশটিতে এমন অন্তত নয় শ' একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে সোমবার জার্মান এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

নয়ার অজনাব্রুকার জাইটুংয়ে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২০ সালে নয় শ' একটি মুসলিম বিদ্বেষী হামলার ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় দুই ভাগ বেশি। ২০১৯ সালে জার্মান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আট শ' ৮৪টি মুসলিম বিদ্বেষ সংশ্লিষ্ট অপরাধের কথা জানিয়েছিল।

দেশটিতে স্থাপনার দেয়ালে নাৎসি চিহ্ন আঁকা, লিখিত হুমকি দেয়া, মুসলিম নারীদের স্কার্ফ টেনে খোলাসহ জার্মানিতে বাস করা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আক্রমণাত্মক অপরাধ বেড়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জার্মানিতে বর্ণবাদ ও মুসলিমবিরোধী ঘৃণার বিস্তার ঘটছে। নিও-নাৎসি গোষ্ঠীগুলো ও উগ্র জাতীয়তাবাদী বিরোধী রাজনৈতিক দল অল্টারনেটিভ অব জার্মানি (এএফডি) এই ঘৃণা

ছড়িয়ে দিতে প্রচারণা-প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে। আট কোটির বেশি জনসংখ্যার দেশ জার্মানিতে পশ্চিম ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাস। দেশটিতে প্রায় ৪৭ লাখ মুসলমান বাস করছেন।

সোমবারের জার্মান সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বলা হয়, অপরাধকারীরা বেশিরভাগই উগ্র জাতীয়তাবাদী। ২০২০ সালে জার্মানিতে মুসলিম বিদ্বেষী এই সকল অপরাধে দুইজন নিহত ও ৪৮ জন শারীরিকভাবে আহত হয়েছেন।

গত বছর জার্মান লেফট পার্টির পরিচালিত এক তদন্তে দেখানো হয়, ২০১৯ সালে জার্মানিতে বছরের প্রতি দ্বিতীয়দিন কোনো না কোনো মসজিদ, মুসলিম সংস্থা বা ধর্মীয় প্রতিনিধিত্বকারী স্থাপনা ইসলামোফোবিক হামলার শিকার হয়েছে।

পূর্ব আফ্রিকা

পূর্ব আফ্রিকায় আল কায়েদা মুজাহিদদের বীরত্বপূর্ণ হামলায় ৩ মন্ত্রীসহ হতাহত ৯১ কুফফার

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় গেল সপ্তাহে ক্রুসেডার ও মুরতাদ জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে ৪৫টি বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজিহিদিন। এসবের ১৯টিতেই সোমালীয় মুরতাদ সরকারের উচ্চপদস্থ ৯ সেনা অফিসার ও ৮ ক্রুসেডার সৈন্যসহ সর্বমোট ৪৯ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৩ মন্ত্রী, ৬ সেনা অফিসার ও ১১ ক্রুসেডার সৈন্যসহ ৪২ এরও অধিক সৈন্য। এছাড়াও মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়েছে এক সেনা সদস্য। হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের এসব বীরত্বপূর্ণ হামলায় শত্রুদের ৪টি সাঁজোয়া যান বিধ্বস্ত হয়েছে।

অপরদিকে মুজাহিদগণ ২টি সামরিকযান ও ৩টি মোটরবাইকসহ প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ গনিমত লাভ করেছেন। হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত বাকি ২৬টি অভিযানেও ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর কয়েক ডজন সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পশ্চিম আফ্রিকায় মুজাহিদদের সাথে আলোচনার টেবিলে বসতে চায় বুর্কিনা ফাসোর সরকার

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে গত সপ্তাহে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন। দেশটিতে মুজাহিদগণ সপ্তাহের প্রথম অভিযানটি পরিচালনা করেন বোনি শহরে অবস্থিত মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে। এ হামলায় মুজাহিদগণ ঘাঁটিটি বিজয় করতে সক্ষম হন এবং কমপক্ষে ১৫ শত্রুসৈন্যকে নিহত এবং আরো ডজনখানেক সৈন্যকে আহত করেছেন। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন ৩টি সামরিকযান, ১ টি ডুয়াল-ক্যালিবার 14.5 ভারী অস্ত্র, বিভিন্ন ধরণের ১০ মেশিনগান, ১৫ টি কালাশনিকভ এবং একটি পিবিজি -9 কামানসহ আরো অনেক অস্ত্র ও গোলা-বারুদ।

এদিকে ক্রুসেডার ফ্রান্সকে খুশি করতে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মুজাহিদদের এই বরকতময়ী হামলার নিন্দা জানিয়েছে সেকুলার তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। উল্লেখ্য যে, সিরিয়া, আফগানিস্তান ও সোমালিয়ার পর বর্তমানে মালিতে ক্রুসেডার ফ্রান্সের পক্ষ নিয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে অংশগ্রহণ করেছে সেক্যুলার তুর্কি প্রশাসন।

এদিকে মালির সাইকাসু রাজ্যে মুজাহিদগণের আরেকটি অভিযানে অন্তত ২ মুরতাদ পুলিশ সদস্য হতাহত হয়েছে। সেখান থেকে মুজাহিদগণ বেশ কয়েকটি অস্ত্র ও গোলা-বারুদ গনিমত লাভ করেছে।

JNIM মুজাহিদিন গত জানুয়ারি মাসের ২৭ তারিখে মালিতে পরিচালিত কয়েকটি হামলার দায় স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতি অনুযায়ী, গত ২৭ জানুয়ারি মুজাহিদগণ মালির দোয়েঞ্জা ও টিমবক্তুতে মুরতাদ বামাকো সামরিক বাহিনীর একটি গাড়িতে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন। এতে মুরতাদ বাহিনীর জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি হলেও এর পরিসংখান জানা যায়নি। একইদিন মালির বোনি এবং দুয়েন্তাজা অঞ্চলের মধ্যবর্তী একটি এলাকায়, ক্রুসেডার মিনোসুমা জোট বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যান টার্গেট করে সফল হামলা চালানোর দায়ও স্বীকার করেছেন মুজাহিদগণ। বলা হয়েছে যে, উক্ত হামলায় ৩ ক্রুসেডার মিনোসুমা সৈন্য নিহত এবং কতক সৈন্য আহত হয়েছে। এসময় একটি সাঁজোয়াযান ধ্বংস হয়েছে।

এরপরের দিন একই বাহিনীর উপর ফের হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতেও ক্রুসেডার জাতিসংঘের বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়েছে। বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে যে, দখলদার ইহুদী সন্ত্রাসীদের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করায় আফ্রিকার দেশ চাঁদেও দেশটির সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে শুরু করেছেন মুজাহিদগণ। সেখানে মুজাহিদগণ প্রায় প্রতিদিনই অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এদিকে মালির পর এবার আল-কায়েদার সাথে আলোচনায় বসতে চায় পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা ফাসোর সরকার। দেশটির প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফ ড্যাবায়ার

এক বিবৃতিতে বলেছিল যে, তার সরকার আল-কায়েদার সাথে আলোচনায় বসতে চায় । রিপোর্ট অনুযায়ী গত ৪ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার, বুর্কিনা-ফাসো সরকার তার সাধারণ নীতি সম্পর্কে সংসদে কথা বলেছিল। এসময় আল-কায়েদা পশ্চিম আফ্রিকা শাখা 'জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন' এর সাথে বৈঠক করতে চান উল্লেখ করে ড্যাবায়ার একটি বিবৃতি প্রদান করেন।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে যখন মালি সরকার আল-কায়েদাকে আলোচনার টেবিলে বসতে বলেছিল, তখন ঐ বছরের মার্চ মাসে আল-কায়েদার পশ্চিম আফ্রিকার অফিসিয়াল মিডিয়া 'আয যাল্লাকা' আলোচনায় বসার বিষয়ে কয়েকটি শর্ত যুক্ত করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিল। শর্তগুলোর মধ্যে প্রথম ও প্রধান শর্তটি ছিল, যদি ক্রুসেডার ফ্রান্স মালি থেকে সরে যায় এবং মালি সরকার ফ্রান্সকে ত্যাগ করে, কেবল তখনই স্থানীয় বাহিনীর সাথে আলোচনা হতে পারে। কিন্তু এসব শর্ত মেনে আল-কায়েদার সাথে বৈঠকের ইচ্ছা পোষণ করায় মালি সরকারকে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ঐ বছরই ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছে ক্রুসেডার ফ্রান্স।

পাকিস্তান

পাকিস্তানে মুজাহিদদের ৩টি সফল অভিযান, হতাহত ১৫ এর অধিক মুরতাদ সেনা

পাকিস্তানে গেল সপ্তাহে মুরতাদ সরকারি বাহিনীর উপর কয়েকটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন দেশটির জনপ্রিয় ও শীর্ষস্থানীয় জিহাদী গ্রুপ তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদিন। টিটিপির মুজাহিদগণ সপ্তাহের প্রথম অভিযানটি পরিচালনা করেন মীরআলী জেলার আজী-খাইল এলাকায় পাকিস্তানী মুরতাদ সেনাদের একটি পদাতিক বাহিনীকে টার্গেট করে রিমোট-কন্ট্রোল বোমা হামলা চালান। । এতে বোমা বিস্ফোরিত হয়ে নাপাক বাহিনীর ৬ সেনা সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

মুজাহিদগণ সপ্তাহের দ্বিতীয় অভিযানটি চালান মীরআলী জেলার পাতিসি আদাহ এলাকার নিকটে। এখানে নাপাক বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানটি কয়েক ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, মুজাহিদদের এই অভিযানে ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত এবং বেশ কিছু মুরতাদ সৈন্য আহত হয়েছে । তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ জানান, এই অভিযানে অংশগ্রহণকারী আমাদের সকল সাথীই আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে নিরাপদে ফিরে এসেছেন । আলহামদুলিল্লাহ্।

মুজাহিদগণ সপ্তাহের তৃতীয় অভিযানটি চালিয়েছেন পাকিস্তানের বাজোর এজেন্সির মামুন্দ সীমান্তে অবস্থিত দেশটির মুরতাদ সেনাদের কিট কোট নামক পোস্ট টার্গেট করে। এখানে মুজাহিদগণ হালকা ও ভারী অস্ত্র দিয়ে হামলা চালান। এসময় মুজাহিদদের ছোড়া একটি রকেট লঞ্চার সরাসরি নাপাক বাহিনীর পোস্টের ভিতরে গিয়ে আঘাত হানে। এতে মুরতাদ সেনাবাহিনী বহু হতাহতের শিকার হওয়ার সম্ভাবনার কথা জানান মুজাহিদগণ।

তেহরিকে তালেবানের মুজাহিদগণ সপ্তাহের শেষ অভিযানটি চালান বাজোর এজেন্সির চরমিং হাশিম এলাকায়। যার ফলশ্রুতিতে মুরতাদ বাহিনীর এক সেনা সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। এসময় গুরুতর আহত হয় আরো ৩ সৈন্য।

শাম

শামে আল কায়েদা মুজাহিদদের হামলায় রাশিয়ান উপদেষ্টা নিহত, হতাহত আরো ২৮ এর অধিক কুফফার

সিরিয়ায় কুখ্যাত নুসাইরী শিয়াদের বিরুদ্ধে গত সপ্তাহে বেশ কিছু অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদা সমর্থিত জিহাদী গ্রুপগুলো। এর মধ্যে সপ্তাহের প্রথম দিন কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া মুরতাদ বাহিনীকে টার্গেট করে পৃথক দুটি স্নাইপার হামলা চালিয়েছেন আনসারুত তাওহীদের মুজাহিদিন। সিরিয়ায় আল-মালাজাহ গ্রামে মুজাহিদদের পরিচালিত পৃথক এই স্নাইপার হামলায় ৩ নুসাইরী সৈন্য নিহত হয়েছে। পরপর দুইদিন আনসারুত-তাওহীদের আর্টিলারি ব্যাটালিয়নের মুজাহিদিন এবং আনসার আল-ইসলামের মুজাহিদিন আল-মালাজাহ গ্রাম ও লাতাকিয়াতে কামান ও রকেট দ্বারা নুসাইরীদের অবস্থানে হামলা চালিয়েছেন। যার ফলে মুরতাদ নুসাইরি বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

মুজাহিদগণ সপ্তাহের সবচাইতে বরকতময়ী ও সফল অভিযানটি পরিচালনা করেন ইদলিব সিটির কাফরনাবল শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার রাশিয়ান বাহিনীর একটি ঘাঁটিতে। যেখানে মুজাহিদগণ ৩টি ভারি ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়াও আর্টিলারি দ্বারা হামলা চালিয়েছেন। আনসারুত তাওহীদ তাদের অফিসিয়াল বিবৃতিতে দাবি করেছেন যে, মুজাহিদদের এই সফল হামলায় ক্রুসেডার রাশিয়ান বাহিনীর ১ উপদেষ্টা মারা গিয়েছে এবং তাঁর ২ সহযোগী আহত হয়েছে। এছাড়াও এই অভিযানে কুখ্যাত নুসাইরী সরকারি বাহিনীর ১০ সৈন্য নিহত এবং ১২ এরও অধিক সৈন্য আহত হয়েছে।

ভিজিট করুন

https://dawahilallah.com
https://alfirdaws.org/
https://gazwah.net

খোরাসান

খোরাসানে কাফের বাহিনীর উপর মুজাহিদদের হামলা অব্যাহত, হতাহত প্রায় ৯০০ কুফফার

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের জানবায তালেবান মুজাহিদিন গেল সপ্তাহে আল-ফাতাহ অপারেশনের ধারাবাহিতায় আফগানিস্তানজুড়ে আমেরিকার গোলাম মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ১৫৭টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এতে হতাহত হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর প্রায় ৯০০শত সৈন্য। এর মাঝে নিহত সৈন্য সংখ্যা হচ্ছে ৪৯০ এবং আহত সৈন্য সংখ্যা ৪০৮ এরও অধিক। এছাড়াও যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদদের হাতে বন্দি হয়েছে কাবুল প্রশাসনের আরো ৬৯ সৈন্য।

তালেবান মুজাহিদদের এসব হামলায় কাবুল বাহিনীর ১০৯টি ঘাঁটি ও চেকপোস্টসহ ৫৬টি ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সামরিকযান ধ্বংস হয়েছে। যুদ্ধের ফলাফল হিসেবে ২৩টি ঘাঁটি ও ৯৮টি চেকপোস্টসহ বিস্তীর্ণ এলাকা ইমারতে ইসলামিয়ার জানবায তালেবান মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এছাড়াও মুজাহিদগণ ৪৫টি সামরিকযানসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ গনিমত লাভ করেছেন।

অপরদিকে গত সপ্তাহে কাবুল সরকারের সামরিক বাহিনীর ২৯৭ সেনা ও পুলিশ সদস্য কাবুল প্রশাসন ত্যাগ করে তালেবান মুজাহিদদের সাথে যোগ দিয়েছেন। নতুন করে তালেবানে যোগ দেওয়া এসব সৈন্যকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়ার দাওয়াহ্ বিভাগের দায়িত্বশীলগণ।